অসিয়ত সূচি

১ নূহ আলাইহিস সালামের অসীয়ত ২১

২ আবূ বাক্র সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ২৩

৩ উমার ইবনুল খাত্তাব আবূ হাফস রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ২৫

৪ ফাতিমাহ বিনতু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীয়ত ২৮

৫ সালমান আল-ফারিসী রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ২৯

৬ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৩১

৭ উবাদাহ ইবনু সামিত রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৩২

৮ খাব্বাব ইবনুল আরাত রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৩৪

৯ হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৩৬

১০ আবূদ দারদা 'উওয়াইমির রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৩৭

১১ আবূ হুরাইরাহ রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৩৯

১২ কাইস ইবনু 'আসিম রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৪১

১৩ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমার অসীয়ত ৪৪

১৪ আবূ হাশিম ইবনু উতবাহ রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৪৬

১৫ ইমরান ইবনু হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৪৯

১৬ আবু আব্দুল্লাহ আমর ইবনুল আছ রদিয়াল্লাহু আনহু ৫১

১৭ শাদ্দাদ ইবনু আওস রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৫৫

১৮ আবূ মালিক আল-আশ'আরী রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত ৫৬
১৯ আবূ হাফস উমার ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৫৮
২০ 'আমির ইবনু আব্দি কাইস রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৬১
২১ আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৬৩
২২ আবূ সাহল কাছীর ইবনু যিয়াদ আল-বাসরী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৬৫
২৩ আবূ মাইসারাহ আল-হামদানী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৬৬
২৪ হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-হিমইয়ারী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৬৮
২৫ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭০
২৬ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭২
২৭ আবূ মাইসারাহ আল-হামদানী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭৪
২৮ আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭৫
২৯ আলক্বামাহ রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭৬
৩০ আবূ হানীফা আন-নু'মান ইবনু ছাবিত রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭৭
৩১ আবূ আব্দুল্লাহ আস-সুনাবিহী আব্দুর রহমান ইবনু উসাইলাহ রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত .. ৭৮
৩২ আল-কাসিম ইবনু মুখাইমিরাহ রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৭৯
৩৩ ওয়ারকা ইবনু উমার রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৮১
৩৪ আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৮৩
৩৫ ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৮৪
৩৬ ইবরাহীম নাখয়ী রহিমাহুল্লাহর অসীয়ত ৮৬
৩৭ পুত্রের প্রতি একজন মায়ের অসীয়ত ৮৮

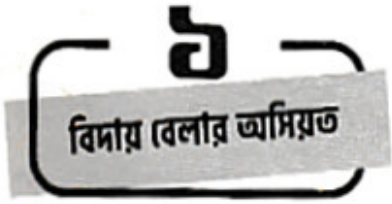

৬

বিদায় বেলার অসিয়ত

নূহ আলাইহিস সালামের অসীয়ত

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوحٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوا: بَلَى قَالَ:
" إِنَّ نُوحًا قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ

"আমি কি তোমাদেরকে নূহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীয়তের খবর দিব না?"

সাহাবীগণ বললেন, "অবশ্যই।"

তিনি বললেন, "নূহ তাঁর ছেলের উদ্দেশ্যে বলেছিল, "আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ে অসীয়ত করছি এবং দু'টি বিষয় হতে নিষেধ করছি।" [২১]

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَوْصَى نُوحٌ ابْنَهُ قَالَ: لَا أُطَوِّلُ عَلَيْكَ، لِتَكُونَ أَجْدَرَ أَلَّا تَنْسَى اثْنَتَانِ لَيَسْتَبْشِرُ بِهِمَا " اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَالِحُ خَلْقِهِ، وَاثْنَتَانِ يَحْتَجِبُ مِنْهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَالِحُ خَلْقِهِ، فَأَمَّا الِاثْنَتَانِ الَّتِي يَسْتَبْشِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهِ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَوْ كُنَّ حَلْقَةً لَقَصَمَتْهُمَا، وَلَوْ كُنَّ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ

, وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ, فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْخَلْقِ, وَبِهَا يُرْزَقُونَ. وَأَمَّا الِاثْنَتَانِ الَّتِي يُحْتَجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمَا وَسَائِرُ خَلْقِهِ, فَالشِّرْكُ بِهِ, وَالْكِبْرُ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُحْمَلَ مَرْكَبِي, وَيَلِينَ مَطْعَمِي, وَتُحْمَلَ عَلَابِيُّ سَوْطِي, وَقِبَالَةُ نَعْلِي, فَذَاكَ الْكِبْرُ فَقَالَ: «لَا, وَلَكِنَّ الْكِبْرَ أَنْ تُبْطِرَ الْحَقَّ, وَتَغْمِصَ النَّاسَ» وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْأَعْرَابِيِّ

"নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে অসীয়ত করে বলেন,
"(কথাকে) আমি অধিকতর উপযোগী করে তুলতে তোমার সঙ্গে দীর্ঘ (আলাপ) করবো না, আর যাতে তুমি ভুলে যাওয়া থেকেও বেঁচে যাও। দু'টি কাজের দ্বারা মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এবং তাঁর নেককার সৃষ্টি খুশি হয়। দু'টি কাজ হতে দূরে থাকার মাধ্যমে মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এবং তাঁর নেককার সৃষ্টি খুশি হয়।

যে দু'টি কাজের দ্বারা মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এবং নেককার সৃষ্টি খুশি হয় তাঁর একটি হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই) এর সাক্ষ্য দেওয়া। কেননা আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যদি বৃত্ত হয়ে যায়, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা ভেদ করে চলে যাবে। আর সব কিছু পাল্লায় রাখা হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লাই ঝুঁকে যাবে।

আরেকটি হচ্ছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' (প্রশংসার সহিত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। কেননা এটি হচ্ছে (আল্লাহর প্রতি) সৃষ্টির প্রশংসা এবং এর দ্বারা তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

দু'টি কাজ হতে দূরে থাকার মাধ্যমে মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ খুশি এবং সকল সৃষ্টি খুশি হয়। তার একটি হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে শির্ক, আরেকটি হচ্ছে অহংকার।"

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য হতে একজন ব্যক্তি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, নিঃসন্দেহে আমি ভালোবাসি যে, আমাকে আমার বাহন বহন করে নিবে, আমার খাবার কোমল হবে, আমার খাপ আমার চাবুক বহন করে নিবে এবং আমার টেকসই জুতা থাকবে, এতে কি অহংকার হবে?"

এতে তিনি বললেন, "না, বরং অহংকার হলো হক্ব প্রসঙ্গে অবাধ্যতা এবং মানুষকে অবমূল্যায়ন করা।" [২২] (বর্ণনার) লফয বা শব্দ ইবনুল 'আরাবীর।

তথ্যসূত্র:

(২১) মুসনাদ, আহমাদ, ৬৫৮৩; কাশফুল আসতার, হাইছামী, ৩০৬৯ [অনুবাদক]
(২২) মুসনাদ, আহমাদ, ৬৫৮৩; কাশফুল আসতার, হাইছামী, ৩০৬৯ [অনুবাদক]

২

বিদায় বেলার অসিয়ত

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত

[তিনি সাহাবীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং ইসলামের প্রথম খলীফা। তিনি আশারায়ে মুবাশশারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। পুরুষদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মাতের মাঝে সর্বপ্রথম তিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর এবং আম্মাজান আয়িশাহ রদিয়াল্লাহু আনহার পিতা। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতে তিনি সফর-সঙ্গী ছিলেন। - অনুবাদক]

(১১) আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ لِي أَبِي: " فِي أَيِّ شَيْءٍ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. قَالَ: انْظُرِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فَاغْسِلُوهُمَا - وَكَانَا مُمَشَّقَيْنِ - وَابْتَاعُوا لِي ثَوْبًا ثَالِثًا , وَلَا تُغْلُوهُ. قُلْتُ: يَا أَبَتِ إِنَّا مُوسِرُونَ , مُوَسَّعٌ عَلَيْنَا. قَالَ: يَا بُنَيَّةُ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ , وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ وَالصَّدِيدِ "

"আমার পিতা [আবূ বাক্র রদিয়াল্লাহু আনহু] আমাকে বললেন, "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমরা কী দিয়ে কাফন দিয়েছিলে?"

আমি বললাম,
"তিনটি কাপড় দিয়ে।"

তিনি বললেন,
"আমার এই কাপড় দু'টি নাও এবং ধুয়ে রাখো। কাপড় দু'টি পরিপাটি পাতলা কাপড়। আমার জন্য তৃতীয় আরেকটি কাপড় ক্রয় করো, তবে এতে অপ্রয়োজনীয় আতিশয্য করো না।"

আমি বললাম,
"আব্বা আমার, আমরা সচ্ছল, আমাদের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে।"

তিনি বললেন,
"হে আমার মেয়ে, নতুন জিনিসের ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চেয়ে অধিক হকদার। মৃত ব্যক্তি তো কেবল পুঁজ/ফোড়ার অধিকারী হবে।" (২৩)

তথ্যসূত্র:

(২২) মুওয়াত্তা, মালিক, ৭৬৩; মুছান্নাফ, ইবনু আবী শাইবাহ, ১১০৫০; মুসনাদ, আহমাদ, ২৪১২২ [অনুবাদক]

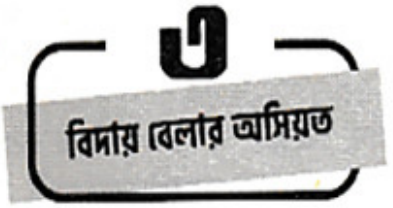

৩

বিদায় বেলার অসিয়ত

উমার ইবনুল খাত্তাব আবূ হাফস রদিয়াল্লাহু আনহুর অসীয়ত

[তিনি সাহাবীদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। আমীরুল মু'মিনীন উপাধি সর্বপ্রথম তিনিই লাভ করেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে মর্যাদার আসীনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আশারায়ে মু-বাশশারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। তিনি ফারুক্ব বা সত্য--মিথ্যার পার্থক্যকারী উপাধিতেও ভূষিত হন। তাঁকে দেখলে শয়তান অন্য রাস্তা ধরত। তিনি বহু মুসলিম জনপদ জয় করেন। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষ্যমতে, তাঁর পর যদি কেউ নবী হতেন, তিনি হতেন উমার। তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্বশুর ও আম্মা-জান হাফসা রদিয়াল্লাহু আনহার পিতা। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁরই সন্তান। মাসজিদুন নাবাবীতে ফজরের সলাতে ইমা-মতিকালে ঘাতক আবূ লু'লুর ছুরিকাঘাতে তিনি শহীদ হন। - অনুবাদক]

(১২) ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَأْسُ عُمَرَ فِي حِجْرِي لَمَّا طُعِنَ فَقَالَ: "ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ تَبَرُّمٌ بِهِ، فَلَمْ أَفْعَلْ. فَقَالَ: ضَعْ خَدِّي بِالْأَرْضِ لَا أُمَّ لَكَ، وَيْلِي وَوَيْلُ أُمِّي إِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي"

"উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছিলেন তখন তাঁর মাথাটা আমার কোলে রাখা ছিল।"